চুয়াডাঙ্গা বিজিবি’র অভিযানে ভারতীয় দানাদার রুপা আটক

চুয়াডাঙ্গা ০৬ বিজিবির অভিযানে ০৯ কেজি ভারতীয় দানাদার রুপাসহ একটি ইজিবাইক আটক করেছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধীনস্থ মুন্সিপুর বিওপির একটি বিশেষ আভিযানিক দল কার্পাসডাঙ্গা মুচির বটতলা এলাকায় অবস্থান নেয়।

এ সময় মুন্সিপুর ক্যাম্পের হাবিলদার মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে, সীমান্ত মেইন পিলার ৯৩/৪-আর হতে ০১ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি ইজিবাইক আটক করে। ইজিবাইক চালক ইজিবাইক ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি ইজিবাইক তল্লাশি করে ৯ কেজি ভারতীয় রুপা আটক করে।

এ ঘটনায় হাবিলদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) দায়ের করেন। জব্দকৃত দানাদার রুপা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মুজিবনগরের কোমরপুর থেকে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তুষার আলী (২৮) নামের এক চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই হারুনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তার কাছে থেকে দুটি মোবাইল ও নগদ দুই হাজার ৫শ টাকা করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত ফেন্সিডিলসহ তুষার আলীকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আটক তুষারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আটক তুষারের বিরুদ্ধে কোমরপুর গ্রামে মাদক ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে। মাদক বিক্রি করে সে কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিকদের কাছে মাদক সরবরাহ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এসকল তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে স্থানীয়রা দাবী করেছেন।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা-ছেলে আটক

মেহেরপুর শহরের ওয়াদাপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা- ছেলেকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) সকালে পরিচালিত এ অভিযানে আটক হন মিয়াপাড়ার বাসিন্দা নুরুন্নবীর স্ত্রী শিখা খাতুন (৪৫) এবং তার ছেলে জাহিদ (২৫)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিখা খাতুনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। অভিযানে মাদক বিক্রির নগদ ৬২ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি ডিজিটাল ওজন পরিমাপক নিক্তিও জব্দ করা হয়।

অভিযানের সময় মাদক মামলার প্রধান আসামি মিয়াপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে নূর নবী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক মা-ছেলে হেরোইন বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে

মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মোংলাসহ আরো অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন মিলে বাঘাডাঙ্গা মিশন পাড়ার অনন্ত মন্ডলের ছেলে স্বপন মন্ডলকে কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুলের পিছনে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আমার নিকট ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। এক পর্যায়ে তার বাড়ির লোকজন আাসিয়া তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সে মুক্ত হয়।

পরবর্তীতে ২৩/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সকাল অনুমান সাড়ে ৭ টার দিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে স্বপন মন্ডল বসত বাড়িতে অবস্থান করাকালীন সময়ে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার সমুয়েল মন্ডল মোংলা এসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও তার এনআইডি কার্ড দিতে বলে। সে টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজসহ মারমুখী আচরন করিয়া সজোরে তার মুখে থাপ্পড় দিয়ে আহত করে।

ঐ সময় তারা উচ্চস্বরে বলিতে থাকে টাকা না দিলে তোকে এখানেই খুন করিয়া ফেলিবো বলিয়া আরো মারধর করিবার উদ্দেশ্যে পায়তারা করিতে থাকে। পরের স্থানীয়রা এসে তাকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করে। এই মর্মের স্বপন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক লিমন হোসেনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। শনিবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে তাকে অস্ত্র সহ আটক করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদূর রহমান

আটক লিমন হোসেন (৪০) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন (৩৬ এডি) নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল শহরের ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিমনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাবাদের এক পর্যায়ে লিমনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি নাইম এমএম পিস্তল, এক রাউন্ড এ্যামুনিশন, দেশী অস্ত্র (চাপাতি-চাইনিজ ছুরি-রামদা) সহ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ লিমনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং মামলার পর বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশবিশেষ ও ১৮টি দেশীয় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা নাজমুল আরেফিন কিরণ (৩৪) কে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) ভোরে অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকার গুলশানপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক নাজমুল আরেফিন কিরণ শহরের গুলশানপাড়ার মৃত জিন্নাত আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নাজমুল আরেফিন কিরণের গুলশানপাড়ার বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের অংশবিশেষ, ১৮টি দেশীয় অস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ৩টি চাপাতি, ৬টি বড় ছুরি, ৩টি রামদা, ৬টি তরবারি, এছাড়াও

একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা বলেন, “জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন কিরণকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী আটক নাজমুল আরেফিনকে সদর থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেটসহ আটক-১

৯ পিচ নিষিদ্ধ ঘোষিত ট্যাপেন্ডেল ট্যাবলেটসহ মিনারুল উদ্দীন
(২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানার এলাঙ্গী ক্যাম্পের পুলিশের একটি টিম।

মিনারুল উদ্দীন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার সকারের দিকে এলাঙ্গী ক্যাম্পের এএসআই দেবদাশ কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে মিনারুলকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৯ পিচ ভারতীয় ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আটককৃত মিনারুল উদ্দীনকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে ১৬ পিচ ককটেলসহ বিএনপি কর্মী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার পীর গোপালপুর গ্রাম থেকে ১৬ পিচ ককটেলসহ রাজ্জাক মোল্লা নামের এক বিএনপি কর্মীকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাতে ৩ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা ওই গ্রামের আবসার আলী মোল্লার ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে জামাল ইউনিয়নের পীর গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। সেসময় রাজ্জাক মোল্লার বাড়ি থেকে ১৬ টি ককটেল ও ককটেল তৈরীর উপকরণ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আবু তাহেরের পিতা এবং বিএনপির একজন কর্মী। তবে তার কাছ থেকে যে ককটেল পাওয়া গেছে এর দায়ভার সংগঠন নেবে না।